মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ২২৮৭

পর্ব-১০: আল্লাহ তা‘আলার নামসমূহ (كتاب اسماء الله تعالٰى)

পরিচ্ছেদঃ প্রথম অনুচ্ছেদ

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

আরবী

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ» . وَفِي رِوَايَة: «وَهُوَ وتر يحب الْوتر»

বাংলা

মহান আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়া তা’আলার অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

وَلِلّٰهِ الْأَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِى اسْمَائِه

অর্থাৎ- ’’মহান আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়াতা’আলার অনেক সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে। সুতরাং তোমরা সেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহকে ডাকো আর যারা আল্লাহর নামের বিকৃতি ঘটায় তাদেরকে বর্জন করো।’’ (সূরা আল আ’রাফ ৭ : ১৮০)

’আল্লামা কুরতুবী (রহঃ) বলেন, আল্লাহর নাম যদিও অনেকগুলো তথাপি তার সত্তাগত অস্তিত্ব অনেকগুলো নয়। বরং আল্লাহর সত্তা একটিই।

ইমাম হুলায়মী (রহঃ) বলেন, আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়াতা’আলার যত নাম পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে তা মোটামুটি ৫টি ’আক্বীদাহ্ সংক্রান্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে।

১. কিছু নাম রয়েছে যেগুলো معطلة সম্প্রদায়ের বিপরীত, অর্থাৎ- সে নামগুলো আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়াতা’আলার চিরস্থায়ী ও চিরঞ্জীবতার প্রমাণবাহী। যেমনঃالحي والباقي والوارث (আল হাইয়্যু, আল বা-ক্বী, আল ওয়া-রিস্)

২. কিছু নাম যা আল্লাহর তাওহীদের উপর তথা তিনি যে শির্ক থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত তার প্রমাণ বহন করে। যেমনঃالكافي والعلي والقادر (আল কা-ফী, আল ’আলিয়্যু, আল ক-দির)

৩. কিছু নাম রয়েছে যা (مشبهة 'মুশাব্বিহাহ্' সম্প্রদায়ের বিপরীত) আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে, অর্থাৎ- مشبهة এই সম্প্রদায়টি মহান আল্লাহকে বিভিন্ন কিছুর সাথে তুলনা করে থাকে কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যে, কারো মতো নন তার প্রমাণেও কিছু নাম রয়েছে। যেমনঃ القدوس والمجيد والمحيط (আল কুদ্দুস, আল মাজীদ, আল মুহীত্ব)

৪. আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়াতা'আলা যে, সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা এ বিষয়ের প্রমাণ স্বরূপও কিছু নাম রয়েছে। যেমনঃالخالق والباري والمصور (আল খ-লিক্ব, আল বা-রী, আল মুসাব্বির)

৫. তিনিই যে, সবকিছুর আইনদাতা বিধানদাতা এবং একমাত্র পরিচালনাকারী এর প্রমাণেও কিছু নাম রয়েছে। যেমনঃالعليم والحكيم (আল 'আলীম, আল হাকীম) ইত্যাদি।

২২৮৭-[১] আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ তা'আলার নিরানব্বই-এক কম একশ'টি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি এ নামগুলো মুখস্থ করবে সে জান্নাতে যাবে। অপর বর্ণনায় আছে, তিনি বিজোড়, (তাই) বিজোড়কে ভালবাসেন। (বুখারী, মুসলিম)[1]

ফুটনোট

[1] সহীহ : বুখারী ২৭৩৬, ৭৩৯২, মুসলিম ২৬৭৭, তিরমিযী ৩৫০৬, ইবনু মাজাহ ৩৮৬০, আহমাদ ৭৬২৩, আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর ২৯২, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী ১৯৮১৬, ইবনু হিব্বান ৮১৭, সহীহ আল জামি' ২১৬৬।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: (إِنَّ لِلّٰهِ تَعَالٰى تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا) 'আল্লামা খাত্ত্বাবী বলেছেনঃ হাদীসের এ অংশটি থেকে বুঝা যায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলার পবিত্র নামসমূহের মধ্যে ''আল্লাহ'' নামটিই অন্যান্য নাম থেকে বেশী প্রসিদ্ধ। এ মর্মে অবশ্য কিছু বর্ণনাও আছে বটে যেখানে বলা হয়েছে ''আল্লাহ'' হচ্ছে মহান আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়াতা'আলার ইসমে আ'যম তথা সর্বাধিকা বড় মাহাত্ম্যপূর্ণ নাম।

আল্লামা ইবনু মালিক (রহঃ) বলেছেনঃ ''আল্লাহ'' নামটি মহান আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়াতা'আলার স্বত্বাগত নাম, এটা গুণবাচক নাম নয়। ''আল্লাহ'' নামটি ব্যতীত অন্য যত নাম রয়েছে সবগুলো নামকে ''আল্লাহ'' নামের দিকে সম্পর্কিত করা হয়। যেমন- বলা হয়, ''আল্ কারীম'' এটা আল্লাহর নাম, ''আর্ রহীম'' এটা আল্লাহর নাম কিন্তু এ কথা বলা হয় না যে, ''আল্লাহ'' আর্ রহীম-এর বা আল্ কারীম-এর নাম। 'আল্লামা ইবনু জারীর আত্ব ত্বাবারী ও 'আল্লামা ইমাম নাবাবী (রহঃ)-ও এমন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

আল্লামা কুস্তলানী (রহঃ) বলেছেন, আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়াতা'আলা নাম ও গুণাবলীসমূহ যেহেতু তাওফীকি, অর্থাৎ- এগুলো জানার মাধ্যমটি ওহীর উপর নির্ভরশীল। কোন নাম বা গুণাবলী আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করতে হলে তা

অবশ্যই কুরআন ও সহীহ হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত হতে হবে। এ ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞান যতই বেশী হোক না কেন এখানে জ্ঞানের বিন্দু পরিমাণ দখল নেই। এ ক্ষেত্রে ভুল করাটা এক জঘন্য ভুল হিসেবে গণ্য হবে। এ ক্ষেত্রে অনুমানভিত্তিক কোন কথা বলা ঠিক নয়।

আরো একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, আল্লাহ সুবহানাহূ ওয়াতা‘আলার নাম ও গুণাবলীর সংখ্যার ক্ষেত্রে কেউ কেউ (تسعة وتسعين ৯৯) আবার কেউ কেউ (بسبعة وسبعين৭৭) অথবা (سبعة وتسعين ৯৭) অথবা (تسعة وسبعين ৭৯) এ বলেছেন, এটি আসলে লেখকের ভুল হয়েছে। কারণ এ সংখ্যাগুলো ‘‘আরাবীতে দেখতে একই রকম দেখায়, তাই বিষয়টি এলোমেলো হয়ে গেছে। তবে যে বর্ণনাটিতোمائة إلا واحدا তথা ১০০ থেকে একটি কম আছে সে বর্ণনাটি উপরোক্ত সন্দেহের অবসান ঘটিয়েছে এবং স্পষ্ট প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে যে, এ সংখ্যায় আসলে ৯৭, ৭৯, ৭৭ ইত্যাদি কোনটি নয় বরং সংখ্যাটি হলো ৯৯।

একটি মতবিরোধ ও তার সমাধানঃ অত্র হাদীসটি কি মহান আল্লাহর নামের সীমাবদ্ধতা তথা মহান আল্লাহর নাম ৯৯টিতে সীমাবদ্ধ এমন বুঝাচ্ছে? না-কি মহান আল্লাহর এতদ্ব্যতীত আরো নাম ও গুণাবলী রয়েছে? তবে এ ৯৯ নিরানব্বইটি মুখস্থ করলে এবং সেগুলো সম্পর্কে ‘আক্বীদাহ্-বিশ্বাস ঠিক রেখে যথাযথ ‘আমল করলে জান্নাতে যাওয়া যাবে- এ কথা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের ফাতওয়াহ হচ্ছে দ্বিতীয় মতটি অর্থাৎ- আল্লাহর নাম ৯৯টিতে সীমাবদ্ধ নয় বরং তার আরো সুন্দর সুন্দর নাম ও গুণাবলী রয়েছে যা কোন সৃষ্টি জানে না।

যেমন- এ ব্যাপারে ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাস‘ঊদ (রাঃ) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যা ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) তার মুসনাদে রিওয়ায়াত করেছেন আর ইমাম ইবনু হিব্বান সহীহ বলেছেন, হাদীসটি হলো, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك.

অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট চাই তোমার নিজের জন্য তোমার রাখা নামের মাধ্যমে অথবা যেগুলো তুমি তোমার কিতাবে অবতীর্ণ করেছ সেগুলোর মাধ্যমে অথবা যা তোমার কোন বানদাকে শিখিয়েছে অথবা যেগুলো তুমি কাউকে জানাওনি সেগুলোর মাধ্যমে।

ইমাম মালিক (রহঃ) তার মুয়াত্ত্বা-তে কা‘ব আল্ আহবার থেকে বর্ণনা করেন, যে কা‘ব আল্ আহবার দু‘আর ক্ষেত্রে বলতেন,

وَأَسْأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ الْحُسْنٰى مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ.

অর্থাৎ- হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট তোমার সুন্দর সুন্দর নামের মাধ্যমে দু‘আ করছি, যে নামগুলো আমি জানি আর যেগুলো জানি না সবগুলোর মাধ্যমে।

ইমাম ইবনু মাজাহ (রহঃ) ‘আয়িশাহ্ (রাঃ) থেকে হাদীস বর্ণনা করে বলেন, ‘আয়িশাহ্ (রাঃ) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপস্থিতিতেও এরূপ দু‘আ করতেন।

‘আল্লামা খাত্ত্বাবী (রহঃ) বলেন, অত্র হাদীস দ্বারা প্রমাণ হলো আল্লাহর নাম ও গুণাবলী এগুলো এবং এর সংখ্যা ৯৯, কিন্তু এর অর্থ এটা নয় যে, এর উপর আরো কত নাম ও গুণাবলী আছে- এ হাদীস সেগুলোকে নিষেধ করছে। বিশেষ করে এগুলোর কথা উল্লেখ করার কারণ হলো এগুলো হচ্ছে বেশী ব্যবহৃত অর্থগতভাবে বেশী স্পষ্ট।

‘আল্লামা কুরতুবী তার আল্ মুফহাম ও ‘আল্লামা তুরবিশতী তার শারহে মাসাবীহ-তে এমনই বলেছেন। কেউ কেউ আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে সংখ্যাধিক্য করেছেন।

এমনকি ইবনুল ‘আরাবী তার আত্ তিরমিযীর ব্যাখ্যায় কিছু ‘আলিম থেকে বর্ণনা করেছেন। যে, কিতাব সুন্নাহ থেকে প্রমাণিত আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর সংখ্যা ১,০০০ (এক হাজার)।

আমি (‘উবায়দুল্লাহ মুবারাকপূরী) বলব, অনেকেই মহান আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নাম ও গুণাবলীর সংখ্যা ৯৯-তে সীমাবদ্ধ করেছেন।

আল্লামা ইবনু হাযম (রহঃ) বলেন, যারা মহান আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর সংখ্যা ৯৯-এর বেশী বলার পক্ষে তারা এ ক্ষেত্রে সীমাতিরিক্ত করে থাকেন। তিনি দলীল হিসেবে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা مائة إلا واحدا কে পেশ করেন। তিনি গবেষণা করে বলেন, যদি আল্লাহর নাম ৯৯-এর অধিক থাকত, তাহলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম مائة إلا واحدا না বলে শুধুমাত্র (مائة১০০) ব্যবহার করতেন।

অত্র হাদীসে আল্লাহর নাম ও গুণাবলী ৯৯-টিতে নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করার হিকমাহ্/রহস্য বর্ণনা করতে গিয়ে ‘উলামায়ে কিরাম বিভিন্ন কথা বলেছেন।

(১) ইমাম ফখরুদ্দীন আর্ রাযী বলেন, অধিকাংশ ‘আলিম বলেছেন, (أنه تعبد لا يعقل معناه) অর্থাৎ- এটা এমন ধরনের ‘ইবাদাত যার অর্থ বুঝার প্রয়োজন নেই।

(২) কেউ কেউ বলেছেন হাদীসে এরূপ কথা হলেও কুরআন কারীমে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

(৩) অপর একদল ‘আলিম বলেন, আসমায়ে হুসনায় সংখ্যা ১০০, তবে একটি আল্লাহ কাউকে জানাননি আর সেটি হচ্ছে ইসমে আ‘যম।

(৪) তবে কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহর নাম ১০০টি- এ বিষয়টি স্পষ্ট আর ১০০ নম্বরটি হলো الله ‘‘আল্লাহ’’ নামটি ‘আল্লামা সুহায়লী এ কথা দৃঢ়তার সাথে বলেছেন। তিনি বলেছেন, জান্নাতের মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আল্লাহর নামও ১০০টি। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَلِلّٰهِ الْأَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوهُ بِهَا

“আল্লাহর রয়েছে অনেক সুন্দর সুন্দর নাম যেগুলোর মাধ্যমে তোমরা তাকে ডাকো।” (সূরা আল আ‘রাফ ৭ : ১৮০)

(مَنْ أَحْصَاهَا)মুসলিম-এর এক বর্ণনায় (من حفظها) আছে, আর বুখারীর এক বর্ণনায় আছে (لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة) যে কেউ এ নামগুলো মুখস্থ করবে সে জান্নাতে যাবে। ‘আল্লামা শাওকানী (রহঃ) বলেন, এ রিওয়ায়াতগুলো (مَنْ أَحْصَاهَا)-এর ব্যাখ্যাস্বরূপ, তাই إحصاءঅর্থ الحفظ। আবার কেউ কেউ বলেছেন أَحْصَاهَاঅর্থ হলো (قرأها كلمة كلمة كأنه يعدها) অর্থাৎ- শব্দে শব্দে পড়বে গণনার ন্যায়।

আবার কেউ কেউ বলেছেন, তার অর্থ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা, গবেষণা করা।

আবার কেউ কেউ বলেছেন, তার দাবী অনুপাতে ‘আমল করা। তবে প্রথম তাফসীরটিই প্রাধান্য, কারণ তা আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বেশী মিল আছে।

‘আল্লামা ইমাম নাবাবী (রহঃ) বলেন, ইমাম বুখারী (রহঃ) ও অনুরূপ আরো অনেক বিশ্লেষক বলেছেন إحصاء এর অর্থ الحفظহওয়াই বেশী স্পষ্ট কারণ তা অপর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আল আযকার প্রণেতা বলেন, এটাই অধিকাংশ ‘আলিমের মতামত।

‘আল্লামা খাত্ত্বাবী (রহঃ) বলেন, الإحصاءএখানে কয়েকটি অর্থের সম্ভাবনা রাখে।

(১) সবগুলো নামই যপে কোনটি যেন বাদ না দেয়।

(২) الإحصاءঅর্থ طاقة إلا তথা সামর্থ/সক্ষমতা। যেমন- আল্লাহ বলেন, عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ

অর্থাৎ- “নামগুলো যখন পড়বে তখন সাধ্যমত এর হাক্বীকাত সম্পর্কে চিন্তা করবে।” (সূরা আল মুযযাম্মিল ৭৩ : ২০)

যেমন- যখন الرزاقনাম ডাকবে তখন رزقতথা রিযক আল্লাহই দেন- এ কথা বিশ্বাস করবে।

(৩) الأسماءদ্বারা উদ্দেশ্য হলো العقلতথা জ্ঞান যেমন- ‘আরবদের কা‘বা فلان ذو حصاة অর্থাৎ- অমুক ব্যক্তি জ্ঞানী বুঝাতে, “আরবরা فلان ذو حصاة শব্দ ব্যবহার করে থাকে।

আবার কেউ বলেছেন, من أحصاهاঅর্থ হলো, عرفهاঅর্থাৎ- নামগুলো বুঝল আর যে এ নামগুলো বুঝাল সে মু’মিন না হয়ে থাকতে পারে না আর মু’মিন জান্নাতেই যাবে জাহান্নামে নয়।

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি বর্ণনাকারীঃ আবূ হুরায়রা (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=56847

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন